সমকাল

04 JUN 2026

এক মাস বাড়ার পর ফের কমলো পণ্য রপ্তানি

সমকাল প্রতিবেদক

এক মাস বাড়ার পর ফের কমলো রপ্তানি আয়। গত মে মাসে আগের বছরের একই মাসের চেয়ে রপ্তানি কম হয়েছে ৭ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয়েছে ৪৪০ কোটি ডলারের পণ্য। গত বছরের মে মাসে যা ছিল ৪৭৪ কোটি ডলার। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

এর আগে টানা আট মাস পর আয় কমার পর গত এপ্রিলে রপ্তানি বাড়ে ৩৩ শতাংশ। গত বছরের এপ্রিল মাসের দুর্বল ভিত্তির কারণে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। গত বছরের এপ্রিল মাসে রোজার ঈদের ১০ দিনের ছুটির কারণে রপ্তানি কম ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্কও কার্যকর হয় ওই মাসে। এই দুই কারণে ওই বছরের এপ্রিল মাসে রপ্তানি আয় স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক কম হয়। সেই দুর্বল ভিত্তির কারণে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ওই মাসেও রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৪০০ কোটি ডলার। প্রতি মাসে গড়ে ৪৫০ কোটি ডলারের মতো রপ্তানি আয় আসে দেশে। যেমন, মে মাসে রপ্তানি কম দেখা গেলেও পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪০ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে রপ্তানি খাতে নেতিবাচক ধারার মধ্য দিয়েই চলছে।

তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু গতকাল বুধবার সমকালকে বলেন, রপ্তানি আসলে আগের ধারায়ই চলছে। বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয়নি এর মধ্যে। গত মে মাসে মে দিবস ও ঈদের ছুটি মিলে কারখানা অন্তত ছয় দিন বন্ধ ছিল। সে হিসাবে এই ছয় দিনের রপ্তানি কম হয়েছে। প্রতি দিন গড়ে ১৫ কোটি ডলার রপ্তানি হয়ে থাকে। সে হিসাবে ৬ দিনে ৯০ কোটি ডলার কম রপ্তানি হয়েছে। ঈদের ছুটির বাকি দিন আরও তিন থেকে চার দিন কারখানা বন্ধ ছিল। সে হিসেবে আগামী চলতি জুন মাস শেষেও রপ্তানি আয় কম দেখা যেতে পারে।

ইপিবির তথ্যউপাত্ত বলছে, একক মাসের হিসাব ছাড়াও চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে মে মাস পর্যন্ত গত ১১ মাসে রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ শতাংশের মতো কম হয়েছে। চলতি অর্থবছরের মে পর্যন্ত রপ্তানি হয়েছে চার হাজার ৩৮০ কোটি ডলারের মতো। গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল চার হাজার ৪৯৫ কোটি ডলার।

রপ্তানি খাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য তৈরি পোশাকের রপ্তানি অন্যান্য পণ্যের চেয়ে বেশি হারে কমেছে মে মাসে। মাসটিতে নিট ও ওভেন মিলে রপ্তানি গত বছরের একই মাসের চেয়ে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। রপ্তানি হয়েছে ৩৫৯ কোটি ডলারের, যা গত বছরের মে মাসে ছিল ৩৯২ কোটি ডলার। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের ১১ মাসে পোশাক রপ্তানি থেকে এসেছে তিন হাজার ৫৩১ কোটি ডলার।

তৈরি পোশাকের বাইরে অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি পরিস্থিতি এতটা মন্দ নয়। গত মাসে হোমটেক্সটাইলের রপ্তানি বেড়েছে ৪ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয়েছে ৯ কোটি ডলারের মতো। পাট এ পাটপণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ৮ শতাংশেরও বেশি। মাসটিতে ৯ কোটি ডলারের পাট ও পাটপণ্য রপ্তানি হয়েছে। কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমেছে ২ শতাংশেরও বেশি। রপ্তানি হয়েছে সাত কোটি ডলারের কৃষিপণ্য।

মে মাসে চামড়া ও চামড়া পণ্যের রপ্তানি কমেছে ১৩ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয়েছে ১১ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াপণ্য। পাটও পাটপণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। রপ্তানি আট কোটি ৩৬ ডলারের পাট ও পাটপণ্য। তবে এই প্রবাহের মধ্যেও হিমায়িত এবং জীবন্ত মাছ রপ্তানি কমেছে ২২ শতাংশের মতো। রপ্তানি তিন কোটি ডলারেরও নিচে নেমেছে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫৫ বিলিয়ন বা পাঁচ হাজার ৫০০ কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তবে গত মে মাস পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের যে ধারা তাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মে মাস পর্যন্ত ৪৩ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে। এর আগে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৪২ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়।

সমকাল
04 JUN 2026

বাংলাদেশের পণ্যে আরও ১০% শুল্ক বসাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

তাসনিম মহসিন

জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য আমদানির অভিযোগ

বাংলাদেশের পণ্যে আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশসহ মোট ৬০ দেশ। এসব দেশের পণ্যে বাড়তি ১০ থেকে সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর)।

শুল্ক আরোপের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করতে ব্যর্থ হয়েছে এসব দেশ। নতুন শুল্ক আরোপ হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে মোট শুল্ক সাড়ে ২৬ শতাংশে ঠেকবে। বাংলাদেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে এখন শুল্ক গড়ে সাড়ে ১৬ শতাংশ।

গত মঙ্গলবার ইউএসটিআরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ৬০টি দেশের পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ পদক্ষেপ কার্যকর হলে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বাণিজ্য অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সব দেশকে একই হারে শুল্ক দিতে হবে না। যেসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। যেসব দেশ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেনি, তাদের জন্য শুল্কের হার হবে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলক শ্রমের যে অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তা একেবারেই সত্য নয়। আমরা বহুবার বলেছি, আমাদের শিল্পে জবরদস্তির শ্রমের কোনো প্রয়োজন নেই। এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে আমদানি উৎসে জবরদস্তি শ্রম থাকার যে কথা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ

[শেষের পৃষ্ঠার পর]

থেকে বলা হয়েছে, সেটাও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, যে ভিত্তিহীন তা সরকারের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে তুলে ধরা উচিত। বাংলাদেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শুল্ক এখন গড়ে সাড়ে ১৬ শতাংশ।

ইউএসটিআরের প্রতিবেদন অনুযায়ী– বাংলাদেশ আগে জোরপূর্বক শ্রমের পণ্য আমদানিতে কোনো বাধা না দিলেও সম্প্রতি চুক্তির মাধ্যমে তা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ কারণে প্রস্তাবিত শাস্তিমূলক শুল্কের হার কিছুটা কম রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশে জোরপূর্বক শ্রমসংক্রান্ত তদন্ত চালিয়েছে ইউএসটিআর। তদন্তে দেখা গেছে, বাংলাদেশ জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর কোনো আইনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে এবং তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এই নীতি বা চর্চাকে 'অযৌক্তিক' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করছে এবং উৎপাদকদের একটি অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তবে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে এতে বলা হয়, বাংলাদেশ আইনি নিষেধাজ্ঞা দিতে আগে ব্যর্থ হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ 'পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি' (এআরটি) স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশ যেহেতু এআরটি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাই তাদের জন্য প্রস্তাবিত অতিরিক্ত শুল্কের হার ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেসব দেশ এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি, তাদের জন্য এই হার ১২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে পোশাক ও বস্ত্র খাতসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে বলা হয়, বাংলাদেশ চীন থেকে প্রচুর পরিমাণে তুলা আমদানি করে। এই তুলা জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশ এই তুলা ব্যবহারে পোশাক তৈরি করে এবং তা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতা তৈরি হচ্ছে। ইউএসটিআরের প্রতিবেদনে চীনের শিনজিয়াং অঞ্চলের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সেখানে তুলা এবং পলিসিলিকন জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম এবং ইলেকট্রনিকস খাতেও চীনে জোরপূর্বক শ্রমের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম এবং শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এসব দেশে চীন থেকে আসা জোরপূর্বক শ্রমের তুলা ব্যবহার করে কাপড় বা পোশাক তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ইউএসটিআরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসাব অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় দুই কোটি ৭৬ লাখ মানুষ জোরপূর্বক শ্রমের শিকার।

04 JUN 2026

২০২৫-২৬ অর্থবছর

পণ্য রফতানি ১১ মাসে কমেছে ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি কমেছে ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। তবে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, তৈরি পোশাক খাতে মাসভিত্তিক পুনরুদ্ধার এবং অপ্রচলিত কয়েকটি রফতানি খাতের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির কারণে রফতানি পরিস্থিতিতে কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখা যাচ্ছে।

গতকাল প্রকাশিত ইপিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে দেশের মোট পণ্য রফতানি হয়েছে ৪ হাজার ৩৭৯ কোটি ডলারের। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল ৪ হাজার ৪৯৪ কোটি ডলারের পণ্য। সে হিসাবে রফতানি কমেছে ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। তবে মাসভিত্তিক হিসাবে মে মাসে রফতানি দাঁড়িয়েছে ৪৪০ কোটি ২৭ লাখ ৮০ হাজার ডলারে, যা এপ্রিলের তুলনায় ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি।

যদিও মে মাসে রফতানি বেড়েছে, তার পরও বছরের ব্যবধানে পরিস্থিতি এখনো নেতিবাচক। ২০২৫ সালের মে মাসে রফতানি হয়েছিল ৪৭৩ কোটি ৭৮ লাখ ৫০ হাজার ডলারের পণ্য। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে গত মে মাসে রফতানি কমেছে ৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।

দেশের রফতানির প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক খাত। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, মে মাসে তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে ৩৫৯ কোটি ৪১ লাখ ৪০ হাজার ডলারের, যা এপ্রিলের তুলনায় ১৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ বেশি। তবে আগের বছরের একই মাসের তুলনায় এ খাতের রফতানি কমেছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। অন্যদিকে অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে তৈরি পোশাক রফতানি কমেছে ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। এ সময়ে খাতটির রফতানি দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৩১ কোটি ডলারে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩ হাজার ৬৫৬ কোটি ডলার।

ইপিবি বলছে, তৈরি পোশাক খাতের বাইরে ওষুধ, প্লাস্টিক পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, মুদ্রিত সামগ্রী, হোম টেক্সটাইল এবং প্রকৌশল পণ্য খাতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ফলমূল এবং কাঁকড়া রফতানিতেও অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এতে দেশের রফতানি বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টার কিছু ইতিবাচক ফল প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থবছরের শুরুতে রফতানি খাতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলেও পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারের অনিশ্চয়তা, বাণিজ্যিক উত্তেজনা এবং প্রধান বাজারগুলোতে চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে রফতানি চাপে পড়ে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে মূল্যস্ফীতি, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যয় এবং ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের রফতানিতে প্রভাব ফেলেছে।

ইপিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মে মাসের পুনরুদ্ধার দেশের রফতানি খাতের স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় দেয়। একই সঙ্গে অপ্রচলিত খাতগুলোর প্রবৃদ্ধি এবং নতুন বাজারে উপস্থিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে রফতানি বহুমুখীকরণ ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের প্রধান রফতানি বাজারগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে রফতানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ছিল। একই সময়ে স্পেন, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, কানাডা, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের বাজারেও রফতানি বেড়েছে। ইপিবি মনে করছে, এসব বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি বাংলাদেশের পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মে মাসে রফতানিতে প্রবৃদ্ধি ফিরে আসা ইতিবাচক সংকেত হলেও পুরো অর্থবছরের সামগ্রিক চিত্র এখনো নেতিবাচক। অর্থবছরের শেষ মাস জুনের রফতানি পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে চলতি অর্থবছরের চূড়ান্ত রফতানি ফলাফল কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

বণিক বার্তা

0 & JUN 2026

আলু উৎপাদনে শীর্ষে থাকলেও রফতানিতে পিছিয়ে রংপুর

এসএম পিয়াল ■ রংপুর

মুন্সিগঞ্জকে একসময় দেশের আলুর রাজধানী বলা হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে আলু উৎপাদনের শীর্ষ জেলা রংপুর। অনুকূল আবহাওয়া, উর্বর মাটি ও কৃষকদের অভিজ্ঞতার কারণে দেশের মোট আলুর ১৫ থেকে ২৪ শতাংশ রংপুর বিভাগে উৎপাদন হয়। তবে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হলেও রফতানিতে এ বিভাগ অনেক পিছিয়ে আছে। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ভাষ্য, আলু রফতানি করতে হলে কৃষককে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার (গ্যাপ) মাধ্যমে আলু উৎপাদন করতে হয়। কিন্তু আলু রফতানির অন্যতম বাধা হলো রংপুরে নির্দিষ্ট চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন নেই। ৯০ শতাংশ খাওয়ার আলুর চাষ হয়। পাশাপাশি রফতানিযোগ্য আলুর ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় কৃষকরাও উৎসাহিত হচ্ছেন না। এছাড়া বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে পরিবহন খরচের উর্ধ্বমুখী প্রবণতাও আলু রফতানি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত। বিশেষজ্ঞদের মতে, রফতানিবান্ধব অবকাঠামো ও নীতিগত সহায়তা বাড়ানো গেলে রংপুরের আলু আন্তর্জাতিক বাজারে বড় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

> আলু রফতানির অন্যতম বাধা হলো রংপুরে নির্দিষ্ট চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন নেই। ৯০ শতাংশ খাওয়ার আলুর চাষ হয়। পাশাপাশি রফতানিযোগ্য আলুর ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় কৃষকরাও উৎসাহিত হচ্ছেন না

রংপুর জেলার বলদীপুকুর, পীরগাছা, নবদীগঞ্জ, মীরবাগ, কাউনিয়া, পাগলাপীর, হুলাসু, দেওতি, বড়দরগাহ, রঘু, মীরগঞ্জ, মাহিগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, দমদমা, ঠাকুরবাড়ি, মিঠাপুকুর ও বৈরীগঞ্জে অবস্থিত শতাধিক ব্যবসায়ী প্রতি বছর কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে কমিশনে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মালিকানাধীন রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানকে আলু সরবরাহ করেন।

মিঠাপুকুর উপজেলার বলদীপুকুর এলাকায় অবস্থিত 'স্মার্ট সাপ্লাই বাংলাদেশ'-এর স্বত্বাধিকারী মিল্লাত হাসান জানান, চলতি বছর দুই হাজার টনের উর্ধ্বে আলু সরবরাহ করেছেন। অধিকাংশই সানশাইন ও লালপাকড়ি জাতের আলু। আলুর সাইজ ছিল ৫০-১০০ গ্রাম। প্রতি কেজি আলুর দাম পড়েছে ১৫-১৬ টাকা। এ বছর রফতানির জন্য সানশাইন জাতের আলুর ব্যাপক চাহিদা ছিল, কিন্তু সে পরিমাণ আলু সংগ্রহ করতে পারেননি। এছাড়া বৃষ্টির কারণে নষ্ট হওয়ায় অন্যান্য রফতানিযোগ্য আলুও সহজে পাওয়া যায়নি। শুধু তা-ই নয়, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে পরিবহন খরচও বেড়েছে। রংপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি ট্রাকের ভাড়া গত বছরের চেয়ে ৬ থেকে ১০ হাজার টাকা বেশি লাগছে। গত বছর ট্রাক ভাড়া লেগেছিল ২৪-২৫ হাজার টাকা। তিনি অধিকাংশ আলু সরবরাহ করেছেন থিংকস টু সাপ্লাই ও এগ্রি কনসার্ন নামে দুটি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানকে।

পীরগাছা উপজেলার কৃষক মো. মোকসেদুল ইসলাম এবার উপজেলা কৃষি অফিসের নির্দেশনায় গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস (গ্যাপ) নিয়ম মেনে ১০ একর জমিতে রফতানির জন্য সানশাইন জাতের আলু আবাদ করেছেন। প্রতি একরে ফলন পেয়েছেন ৬৫ কেজির ২৪০ বস্তা আলু। এজন্য প্রতি একরে খরচ হয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু যখন তিনি জমি থেকে আলু তুলবেন, তখন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে তার অনেক আলু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মাত্র ৭১ টন আলু রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান এগ্রোটেক বিডির কাছে প্রতি কেজি ১৪ টাকা দরে বিক্রি করেছেন।

কৃষি বিভাগ ও রফতানিকাজে সংশ্লিষ্টদের সূত্রে জানা গেছে, রংপুরের আলু বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দেশে গেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মালয়েশিয়া, দুবাই, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও নেপালে রফতানি হয়েছে। রফতানিযোগ্য আলুর জাতগুলো হলো সানশাইন, এস্টারিক, লালপাকড়ি ও গ্রানুলা। তবে এবার প্রথম শীলবিলাতি রফতানিযোগ্য আলুর তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মিয়ামি ট্রেডিং, এগ্রোটেক বিডি, থিংকস টু সাপ্লাই, এগ্রি কনসার্ন, আল সামস এন্টারপ্রাইজ, গ্রিনটেক, এগ্রোফ্রেশ এগ্রোনেস, কৃষাণ বোটানিক লিমিটেড ও পিকে ইন্টারন্যাশনাল।

রংপুর আঞ্চলিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'রংপুর অঞ্চল থেকে আলু রফতানি বৃদ্ধিতে কৃষি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। এরই মধ্যে গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসের (গ্যাপ) মাধ্যমে চাষীদের রফতানিযোগ্য আলু আবাদে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এমনকি এখানকার আলুচাষীদের কৃষি বিপণনের সহায়তায় ঢাকায় নিয়ে আলু রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।'

ঢাকা।

প্রথম আলো
04 JUN 2026

সংস্কারের শর্তে উত্তরণের সময় পেছাতে পারে

এলডিসি উত্তরণ

তিন বছর নয়, এলডিসি উত্তরণে স্বল্প সময় দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)।

- সিডিপির ইতিবাচক সমর্থন পাওয়ার পর এ নিয়ে গতকাল জরুরি বৈঠকে বসেন অর্থমন্ত্রী।
- বৈঠকে সংস্কার কার্যক্রম তদারকিতে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
- কমিটি প্রতি মাসে সংস্কারের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করবে।
- চলতি মাসের মধ্যেই ইকোসকে সংস্কার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কর্মপন্থা নিয়ে প্রতিবেদন পাঠাবে সরকার।

জাহাঙ্গীর শাহ, ঢাকা

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ আরও তিন বছর পেছানোর আবেদন জানিয়েছিল বর্তমান সরকার। সরকারের এই আবেদন জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) আমলে নেয়। তবে তিন বছর নয়, স্বল্প সময় দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে সিডিপি। এ জন্য আর্থিক খাত, রাজস্ব খাতসহ বিভিন্ন খাতে সংস্কারেরও তাগিদ দিয়েছে সিডিপি।

সরকারের কাছ থেকে উত্তরণ পেছানোর আবেদন পাওয়ার পর বাংলাদেশ নিয়ে সংকট মূল্যায়ন (ক্রাইসিস অ্যাসেসমেন্ট) প্রতিবেদন তৈরি করেছে সিডিপি। ইতিমধ্যে সেই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে উত্তরণ পেছানো, সংস্কার—এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

সিডিপির এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, এলডিসি পেছানোর সময় এক-দুই বছর বাড়তে পারে। তবে উত্তরণের প্রস্তুতির জন্য যেসব সংস্কার করতে চায় বাংলাদেশ, তা নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পন্থা জানাতে হবে।

গত আট বছরের নানা প্রক্রিয়া ও একাধিক মূল্যায়ন শেষে ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর এলডিসি থেকে বের হবে বাংলাদেশ—এমন সিদ্ধান্ত রয়েছে জাতিসংঘের। বিএনপি দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সিডিপির কাছে এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় তিন বছর বাড়িয়ে ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত করার আবেদন জানায়। আবেদনে বলা হয়, গত পাঁচ বছরে একাধিক বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ধাক্কার কারণে প্রস্তুতি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এরপর গত ৬ এপ্রিল

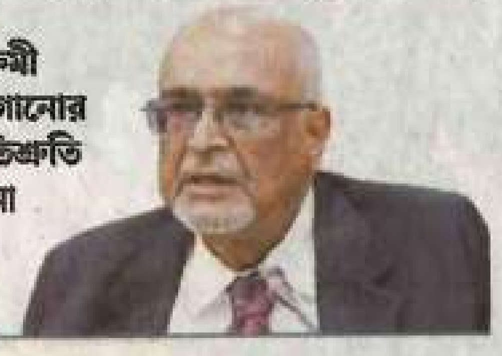

“ সিডিপির সুপারিশ বাংলাদেশের জন্য ব্যতিক্রমী সুযোগ। এ সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য দ্রুততার সঙ্গে সরকারের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং পরিবীক্ষণযোগ্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা জাতিসংঘকে জানানো বাঞ্ছনীয়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সদস্য, সিডিপি

সিডিপির প্রতিবেদনে কী আছে

বাংলাদেশ নিয়ে সিডিপির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের তিনটি নির্ধারিত সূচকেই প্রয়োজনীয় সীমা অনেক ব্যবধানে অতিক্রম করেছে। নিকট বা মধ্য মেয়াদে কোনো সূচকেই নির্ধারিত সীমার নিচে নামার ঝুঁকি খুবই কম। তবে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও সরবরাহব্যবস্থায় এর প্রভাব, বৈশ্বিক বাণিজ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতা বাংলাদেশের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

সিডিপি আরও বলেছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল করা, কর রাজস্ব বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ দ্রুত বাড়ানো এবং অর্থনীতিকে টেকসই করে ও রূপান্তরে ভূমিকা রাখে, এমন ব্যয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া। এ ধরনের সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছাড়া প্রস্তুতিকাল বাড়ানো, টেকসই উত্তরণ ও মসৃণ

তা নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পন্থা ইকোসককে জানাতে হবে। এরপর ইকোসক নিজেদের মতামত দিয়ে তা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাঠাবে। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইকোসকের মতামতের ভিত্তিতে অনুমোদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে।

এখানেই শেষ নয়। ইকোসক যদি উত্তরণের সময় পেছানোর সুপারিশ না-ও করে, তাহলে বাংলাদেশ চাইলে সরাসরি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সময় বাড়ানোর আবেদন নিয়ে যেতে পারে। তখন সাধারণ পরিষদই সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভূমিকা রাখতে পারে, এমন শক্তিশালী দেশের সহায়তা নিতে হবে বাংলাদেশকে এবং যৌক্তিক কারণও দেখাতে হবে।

সংস্কার নিয়ে বৈঠক

জাতিসংঘের সিডিপির প্রতিবেদন প্রকাশ ও ইতিবাচক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকালে

লেনদেন শক্তিশালী করা, বন্দরের খরচ কমানো, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এফটিএ করাসহ ২৫টি খাতের সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়। কোন সংস্কার কবে সম্পন্ন হবে, তা-ও আলোচনায় উঠে আসে।

বৈঠকের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, সংস্কার কার্যক্রম তদারকির জন্য অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। ওই কমিটি প্রতি মাসে সংস্কারের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করবেন। এ ছাড়া সংস্কারগুলো নিয়ে মতামত জানাতে এক সপ্তাহ সময় দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হবে। জানা গেছে, মন্ত্রণালয়গুলো থেকে মতামত পাওয়ার পর সংস্কার নিয়ে কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের কর্মপন্থা প্রতিবেদন জাতিসংঘের ইকোসকে পাঠাবে সরকার।

বৈঠকে অংশ নেওয়া একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, চলতি মাসের মধ্যেই ইকোসকে সংস্কার নিয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হবে। সংস্কার উদ্যোগগুলোর মন্ত্রণালয়ভিত্তিক তদারকও করা হবে।

আট দেশের এলডিসি উত্তরণ

বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি এলডিসিভুক্ত দেশ রয়েছে। এলডিসি দেশগুলোও একধরনের উন্নয়নশীল দেশ। যেসব দেশের সক্ষমতা তুলনামূলক কম, তাদের এই তালিকায় রাখা হয়। আগামী পাঁচ বছরে এলডিসি তালিকা থেকে বের হতে অপেক্ষায় আছে ছয়টি দেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের তালিকায় লাওস ও নেপালও আছে। ১৯৭১ সালে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করা হয়। এ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকে সব মিলিয়ে আটটি দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে। দেশগুলো হলো ভুটান, বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, মালদ্বীপ, সামোয়া, ভানুয়াতু, সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সেপ।

উত্তরণে ধাপগুলো কী কী

তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এ তিন সূচকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, কোনো দেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্য কি না। যেকোনো দুটি সূচকে উত্তীর্ণ হলে অথবা মাথাপিছু আয় নির্ধারিত সীমার দ্বিগুণ হলে এলডিসি থেকে

আবেদন পাওয়ার পর বাংলাদেশ নিয়ে সংকট মূল্যায়ন (ক্রাইসিস অ্যাসেসমেন্ট) প্রতিবেদন তৈরি করেছে সিডিপি। ইতিমধ্যে সেই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে উত্তরণ পেছানো, সংস্কার—এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

সিডিপির এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, এলডিসি পেছানোর সময় এক-দুই বছর বাড়তে পারে। তবে উত্তরণের প্রস্তুতির জন্য যেসব সংস্কার করতে চায় বাংলাদেশ, তা নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পন্থা জানাতে হবে।

গত আট বছরের নানা প্রক্রিয়া ও একাধিক মূল্যায়ন শেষে ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর এলডিসি থেকে বের হবে বাংলাদেশ—এমন সিদ্ধান্ত রয়েছে জাতিসংঘের। বিএনপি দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সিডিপির কাছে এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় তিন বছর বাড়িয়ে ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত করার আবেদন জানায়। আবেদনে বলা হয়, গত পাঁচ বছরে একাধিক বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ধাক্কার কারণে প্রস্তুতি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এরপর গত ৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে এক চিঠি দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশের উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক অবস্থান জানিয়েছে সিডিপি। গত মঙ্গলবার রাতে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সেখানে বলা হয়েছে, এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতিকাল ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধে ইতিবাচক অবস্থান জানিয়েছে সিডিপি।

জাতিসংঘের সিডিপির সদস্য হলেন বাংলাদেশের বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, সিডিপির সুপারিশ বাংলাদেশের জন্য ব্যতিক্রমী সুযোগ। এ সুযোগকে যথাযথভাবে কাজ লাগানোর জন্য দ্রুততার সঙ্গে সরকারের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং পরিবীক্ষণযোগ্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা জাতিসংঘকে জানানো বাঞ্ছনীয়। তাহলে ইকোসক ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিষয়টি বিবেচনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, সংস্কারকে আর্থসামাজিক অগ্রাধিকার হিসেবে না দেখে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা উচিত। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথনকশা এখানেই আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সদস্য, সিডিপি

সিডিপির প্রতিবেদনে কী আছে

বাংলাদেশ নিয়ে সিডিপির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের তিনটি নির্ধারিত সূচকেই প্রয়োজনীয় সীমা অনেক ব্যবধানে অতিক্রম করেছে। নিকট বা মধ্য মেয়াদে কোনো সূচকেই নির্ধারিত সীমার নিচে নামার ঝুঁকি খুবই কম। তবে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও সরবরাহব্যবস্থায় এর প্রভাব, বৈশ্বিক বাণিজ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতা বাংলাদেশের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

সিডিপি আরও বলেছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল করা, কর রাজস্ব বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ দ্রুত বাড়ানো এবং অর্থনীতিকে টেকসই করে ও রূপান্তরে ভূমিকা রাখে, এমন ব্যয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া। এ ধরনের সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছাড়া প্রস্তুতিকাল বাড়ানো টেকসই উত্তরণ ও মসৃণ রূপান্তরে কীভাবে সহায়তা করবে, তা স্পষ্ট নয়। তাই প্রস্তুতিকাল বাড়ানোকে সংস্কার বিলম্বিত করার অজুহাত হিসেবে দেখা উচিত নয়। সব দিক বিবেচনা করে সিডিপি বলেছে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেয়াদের প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধি আরও টেকসই উত্তরণের জন্য উপযোগী হতে পারে।

এরপর কী প্রক্রিয়া

এলডিসি থেকে কোন দেশ বের হবে, কীভাবে বের হবে, সময় বাড়ানো হবে কি না—এসব বিষয়ে পর্যালোচনা করে সুপারিশ করে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) অধীন গঠিত সিডিপি।

গত এপ্রিল মাসে ইকোসকে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল সিডিপি, তাতে শুধু বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণ পেছানোর আবেদন করেছে, তা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক দফায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিডিপির সদস্যরা। এরপর মে মাসে বাংলাদেশ নিয়ে সংকট মূল্যায়ন (ক্রাইসিস অ্যাসেসমেন্ট) প্রতিবেদন তৈরি করে সিডিপি। এই প্রতিবেদন ইতিমধ্যে ইকোসকে পাঠিয়েছে সিডিপি। চলতি মাসেই ইকোসকের একটি সভা অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। এর মধ্যে সংকট কাটিয়ে প্রস্তুতির জন্য যা যা করতে চায় বাংলাদেশ, তা নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পন্থা ইকোসককে জানাতে হবে। এরপর ইকোসক নিজেদের মতামত দিয়ে তা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাঠাবে। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইকোসকের মতামতের ভিত্তিতে অনুমোদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে।

এখানেই শেষ নয়। ইকোসক যদি উত্তরণের সময় পেছানোর সুপারিশ না-ও করে, তাহলে বাংলাদেশ চাইলে সরাসরি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সময় বাড়ানোর আবেদন নিয়ে যেতে পারে। তখন সাধারণ পরিষদই সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভূমিকা রাখতে পারে, এমন শক্তিশালী দেশের সহায়তা নিতে হবে বাংলাদেশকে এবং যৌক্তিক কারণও দেখাতে হবে।

সংস্কার নিয়ে বৈঠক

জাতিসংঘের সিডিপির প্রতিবেদন প্রকাশ ও ইতিবাচক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকালে জরুরি বৈঠকে বসেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সেখানে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জুনায়েদ আবদুর রহিম সাকি (জোনায়েদ সাকি), বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমান, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমানসহ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

বৈঠকে আর্থিক খাত, রাজস্ব খাত, রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, ওষুধশিল্পের মেধাস্বত্ব আইন, দেশি-বিদেশি ঋণের ঝুঁকি ও কর অব্যাহতি কমানো, সরকারি সেবায় সুশাসন জোরদার করা, ক্যাশলেস

বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি এলডিসিভুক্ত দেশ রয়েছে। এলডিসি দেশগুলোও একধরনের উন্নয়নশীল দেশ। যেসব দেশের সক্ষমতা তুলনামূলক কম, তাদের এই তালিকায় রাখা হয়। আগামী পাঁচ বছরে এলডিসি তালিকা থেকে বের হতে অপেক্ষায় আছে ছয়টি দেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের তালিকায় লাওস ও নেপালও আছে। ১৯৭১ সালে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করা হয়। এ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকে সব মিলিয়ে আটটি দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে। দেশগুলো হলো ভুটান, বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, মালদ্বীপ, সামোয়া, ভানুয়াতু, সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সেপ।

উত্তরণে ধাপগুলো কী কী

তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এ তিন সূচকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, কোনো দেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্য কি না। যেকোনো দুটি সূচকে উত্তীর্ণ হলে অথবা মাথাপিছু আয় নির্ধারিত সীমার দ্বিগুণ হলে এলডিসি থেকে বের হওয়ার সুপারিশ করে জাতিসংঘ।

বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এলডিসি তালিকাভুক্ত হয়। এলডিসিভুক্ত থাকার সুবাদে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধাসহ নানা সুযোগ পেয়ে এসেছে বাংলাদেশ। ২০১৮ ও ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে নির্ধারিত তিন সূচকেই উত্তীর্ণ হয় বাংলাদেশ এবং ২০২১ সালেই চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হবে। তবে করোনার কারণে প্রস্তুতির জন্য দুই বছর সময় বাড়ানো হয়। আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশের সময় বাড়ানোর অনুরোধ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

ঢাকা।

প্রথম আলো

04 JUN 2026

রপ্তানিতে সবাই বন্ড সুবিধা পাবেন

বললেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী

গতকাল রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে ঢাকা ফোরাম ইনিশিয়েটিভ (ডিএফআই) আয়োজিত প্রাক্-বাজেট আলোচনায় অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া যেকোনো পণ্যের ক্ষেত্রেই বন্ডেড ওয়্যারহাউস (শুল্কমুক্ত গুদাম) সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। একই সঙ্গে বন্ড সুবিধা পাওয়া ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানোরও ঘোষণা দেন তিনি।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে ঢাকা ফোরাম ইনিশিয়েটিভ (ডিএফআই) আয়োজিত এক প্রাক্-বাজেট আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারবিষয়ক বিশেষ সহকারী তানভীর গনি এবং বিএনপির পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু। ঢাকা ফোরাম ইনিশিয়েটিভের প্রধান কৌশলবিদ আশফাক জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন খাতের নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়ীরা বক্তব্য দেন।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বন্ডেড ওয়্যারহাউস নিয়ে কোনো ধরনের হয়রানি আর বরদাশত করা হবে না। নিয়মকানুন সহজ করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে যেকোনো পণ্য রপ্তানি করেন—এমন যে কাউকেই বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। এই সুবিধা কোনো নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পোশাক খাতের পাশাপাশি স্বর্ণালংকার ও হীরা কাটা (ডায়মন্ড কাটিং) শিল্পের মতো সম্ভাবনাময় খাতের রপ্তানিকারকেরাও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি (এলসি) সুবিধার আওতায় বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা পাবেন।

ব্যবসা পরিচালনা সহজ করার অংশ হিসেবে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তনের ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের প্রতিবছর বন্ড লাইসেন্স নবায়নের প্রয়োজন হবে না। এ ছাড়া প্রতিবছর অডিট করার নিয়ম তুলে দিয়ে তিন বা পাঁচ বছর পরপর অডিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সব রপ্তানিকারকের জন্য বন্ড সুবিধা চালুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, এর পেছনে অনেক বাধা রয়েছে। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনো অজুহাত চলবে না। যাঁরা পণ্য রপ্তানি করবেন, তাঁরা কোনো ট্যারিফ বা শুল্ক ছাড়াই এই সুবিধা পাবেন।

বাংলাদেশকে বিনিয়োগ ও ব্যবসার জন্য বিশ্বের অন্যতম সেরা গন্তব্যে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা বিশ্বের সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থাগুলোর একটি হবে। 'ব্যবসার জন্য বাংলাদেশ ২৪ ঘণ্টা, ৭ দিন উন্মুক্ত'—এটাই সরকারের মূল বার্তা।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, শুধু বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা দিলেই ডিরেগুলেশন বাস্তবায়িত হবে না। এতে অনেক বাধা আসবে। অনেকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। এরপরও সরকার সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে।

করব্যবস্থায় দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে অর্থমন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় ট্যাক্সেশনে। এ কারণে করব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বন্দরে পণ্য আসা থেকে খালাস হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তা কমিয়ে আনা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রসঙ্গ টেনে অর্থমন্ত্রী বলেন, পণ্যের রাসায়নিক বা কেমিক্যাল পরীক্ষার জন্য আর ঢাকার ল্যাবরেটরির ওপর নির্ভর করতে হবে না। এই দায়িত্ব চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সকে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বন্দরে পণ্য খালাসে বাধা হয়ে থাকা স্ক্যানিং মেশিনের কাজও করবে চট্টগ্রাম চেম্বার।

বিনোদন ও সংস্কৃতির বাণিজ্যিক বিকাশে ঢাকার কাছাকাছি ১৬০ একর জমিতে একটি 'থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট' গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান অর্থমন্ত্রী। সেখানে থিয়েটার, স্ট্যান্ডআপ কমেডি, ডিজাইনার ও পেইন্টারদের জন্য সুযোগ থাকবে।

অনুষ্ঠানে ট্রান্সকমের গ্রুপ সিইও সিমিন রহমান বলেন, স্বচ্ছ কর আদায়-ব্যবস্থার অভাবে নিয়ম মেনে চলা কোম্পানিগুলোর ওপর করের বোঝা বাড়ছে। ভ্যাট-ব্যবস্থা সহজ করার পাশাপাশি পুরো শিল্প খাতে অভিন্ন ভ্যাটহার চালুর প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমলাতান্ত্রিক লালফিতার দৌরাত্ম্য এবং জটিল করনীতি বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে বড় বাধা। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বিদেশি কোম্পানিগুলোর মূল উদ্বেগ থাকে এই জায়গায়। আমরা যত দ্রুত ও সহজে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব, এফডিআই তত উৎসাহিত হবে।'

সিমিন রহমান আরও বলেন, 'কোম্পানিগুলোর জন্য পুঁজিবাজারে যাওয়ার পেছনে বড় কোনো প্রণোদনা বা সুবিধা নেই। আমাকে যখন একাধিকবার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছিল, তখন আমি সেখানে বিশেষ কোনো সুবিধা দেখতে পাইনি। উল্টো সেখানে যে ধরনের কারসাজি (ম্যানিপুলেশন) হতে পারে, তা নিয়ে আমি বেশ শঙ্কিত ছিলাম। আর এই বিষয়টিই আমাকে কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করেছে। অথচ বড় কোম্পানিগুলোর পুঁজিবাজারে আসা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারবিষয়ক বিশেষ সহকারী তানভীর গনি বলেন, উদ্যোক্তারা ব্যবসা শুরু করার আগেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টি সহজ করতে গত দুই মাসে ব্যাপক কাজ হয়েছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডিরেগুলেশন-সংক্রান্ত বেশ কিছু ঘোষণা আসবে।

বিএনপির পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু বলেন, পুঁজি ও মুনাফা দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার সীমা ১০ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শরীফ জহির বলেন, সুতি পণ্যে দীর্ঘদিন ধরে দেওয়া নগদ প্রণোদনার নীতি পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে। পোশাক খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বা ম্যান-মেড ফাইবারে বিশেষ প্রণোদনা এবং বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত ও সহজ করা প্রয়োজন।

প্রথম আলো

04 JUN 2026

৫ খাতের ৩টিরই রপ্তানি কমেছে

ইপিবির তথ্য

সদ্য সমাপ্ত মে মাসে দেশ থেকে ৪৪০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭% কম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের শীর্ষ পাঁচ রপ্তানি খাতের তিনটিরই রপ্তানি কমেছে গত মাসে। সে কারণে সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় চলে গেছে। যদিও তার আগের মাসে পণ্য রপ্তানিতে প্রায় ৩৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল বুধবার রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, সদ্য সমাপ্ত মে মাসে ৪৪০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৭ শতাংশ কম। আগের মাস এপ্রিলে রপ্তানি হয়েছিল ৪০১ কোটি ডলারের পণ্য।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, গত মাসে পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটির কারণে শেষ ৫ দিন পণ্য রপ্তানি হয়নি। ফলে রপ্তানি কিছুটা কম হয়েছে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত জুলাই ও এপ্রিল ছাড়া অন্য সব মাসে রপ্তানি কম হয়েছে। ফলে সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি নেতিবাচক ধারাতেই রয়েছে। অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) মোট ৪ হাজার ৩৮০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ কম।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত মাসে শীর্ষ পাঁচ খাতের মধ্যে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যে রপ্তানি কমেছে। অন্যদিকে পাট ও পাটজাত পণ্য এবং হোম টেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে।

দেশের পণ্য রপ্তানির প্রায় ৮১ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে। গত মাসে ৩৫৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ কম। সামগ্রিকভাবেও তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে ৩ হাজার ৫১৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ কম।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রথম আলোকে বলেন, ঈদের ছুটির কারণে গত মাসে শেষ কয়েক দিন রপ্তানি হয়নি। সে কারণে রপ্তানি কিছুটা কম হয়েছে। তা ছাড়া তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্রয়াদেশের খুব একটা উন্নতি হয়নি। আগামী শীত মৌসুমের ক্রয়াদেশ গত বছরের তুলনায় কম এসেছে। ফলে আগামী কয়েক মাসও রপ্তানি কম থাকতে পারে।

তৈরি পোশাকের পর দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত হচ্ছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। গত মাসে ১০ কোটি ৯৩ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়া পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় পৌনে ১৩ শতাংশ কম। সামগ্রিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে ১১০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি পৌনে ৪ শতাংশের কাছাকাছি।

অন্যদিকে পাট ও পাটজাত পণ্য খাতের রপ্তানি ৮ দশমিক ৪০ শতাংশ বেড়েছে। গত মাসে ৯ কোটি ১৬ লাখ ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ২ কোটি ৭১ লাখ ডলারের কাঁচাপাট, ৪ কোটি ৯৩ লাখ ডলারের পাটের সুতা রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে ৭৯ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩ শতাংশ বেশি।

হোম টেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি গত মাসে ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়েছে। এই মাসে ৮ কোটি ৭২ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। গত জুলাই-মে ১১ মাসে ৮৫ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশ বেশি।

এদিকে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের রপ্তানি গত মাসে প্রায় ২ শতাংশ কমেছে। মে মাসে ৬ কোটি ৭১ লাখ ডলারের প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়েছে।

সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশ থেকে মোট ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৫৫ বিলিয়ন বা ৫ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এই লক্ষ্য অর্জনে অর্থবছরের শেষ মাস অর্থাৎ চলতি জুনে ১১ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে হবে।

প্রথম আলো
04 JUN 2026

আবারও বাড়তি শুল্ক বসাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

ইউএসটিআরের ঘোষণা

জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য বা কাঁচামাল আমদানি কমাতে ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের পণ্যে শুল্কারোপের উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যে আরও ১০ থেকে সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপের উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন এই শুল্ক আরোপের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য বা কাঁচামাল আমদানি কমাতে ব্যর্থ হয়েছে এই দেশগুলো। নতুন এই শুল্ক আরোপ হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য কিনতে বাড়তি শুল্ক গুনতে হবে দেশটির আমদানিকারকদের।

গত মঙ্গলবার মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় বা ইউএসটিআর জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ৬০টি দেশের পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয়। এ পদক্ষেপ কার্যকর হলে বাংলাদেশ, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), জাপানসহ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বাণিজ্য অংশীদারই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও এটি কার্যকর হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে শুনানি করবে ইউএসটিআর।

ইউএসটিআরের প্রস্তাব, যেসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। আর যেসব দেশ এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেয়নি, তাদের জন্য শুল্কের হার হতে পারে সাড়ে ১২ শতাংশ।

কোন দেশকে কত শুল্ক দিতে হবে, সে বিষয় ইউএসটিআরের বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার কিছু বলা না হলেও বৈশ্বিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশকে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হতে পারে। এ তালিকায় ইইউ ছাড়াও যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইকুয়েডর, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, মালয়েশিয়া ও তাইওয়ান রয়েছে। বাকি ৪৫টি দেশের ক্ষেত্রে সাড়ে ১২ শতাংশ হারে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি।

ইউএসটিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার আওতায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তালিকাভুক্ত ৬০টি দেশই জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্য বা কাঁচামাল আমদানি নিষিদ্ধ করতে বা সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মার্কিন শ্রমিকেরা 'অসম প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের' সম্মুখীন হয়েছেন বলে সংস্থাটির মূল্যায়ন। সংস্থাটি মনে করছে, এই ব্যর্থতা অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ (বি) (১) ধারার আওতায় এসব দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করেছে তারা।

> **জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য বা কাঁচামাল আমদানি করে না বাংলাদেশ। এমনকি তৈরি পোশাকশিল্পসহ কোনো খাতেই জোরপূর্বক শ্রমের চর্চা নেই।**
>
> মাহমুদ হাসান খান, সভাপতি, বিজিএমইএ

বাংলাদেশের শুল্ক কত হবে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানির ওপর বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। শুরুতে বাংলাদেশের জন্য এই হারটি ছিল ৩৭ শতাংশ। পরে শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য পিছিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের ৭ জুলাই বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক ৩৭ থেকে ৩৫ শতাংশে নামানোর ঘোষণা দেন ট্রাম্প। আরও দর-কষাকষির পর ২ আগস্ট এ হার কমে হয় ২০ শতাংশ। গত বছরের ৭ আগস্ট থেকে এই পাল্টা শুল্কহার কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে গড় শুল্ক ১৫ শতাংশ। পাল্টা শুল্ক এই শুল্কের অতিরিক্ত হিসেবে আরোপ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি করেছে গত ৯ ফেব্রুয়ারি। সে চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের ওপর দেশটির পাল্টা শুল্কের হার ১৯ শতাংশ। দুই সপ্তাহ পার না হতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর যে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন। সেই রায়ের কয়েক ঘণ্টার মাথায় সব দেশের পণ্যের ওপর ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। নতুন শুল্ক ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আইন অনুযায়ী ১৫০ দিনের জন্য শুল্ক আরোপ করতে পারেন প্রেসিডেন্ট। সেই হিসেবে ওই ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ জুলাইয়ের পর আর বলবৎ থাকবে না।

দেশের একাধিক রপ্তানিকারক বলছেন, জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য বা কাঁচামাল আমদানি কমানোর ব্যর্থতার অজুহাতে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র যদি নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক বসায়, তাহলে তা অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হবে। এর আগে বাণিজ্য আইন অনুযায়ী আরোপ করা ১০ শতাংশ শুল্ক না-ও থাকতে পারে।

জোরপূর্বক শ্রমসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ইউএসটিআর আরও জানায়, কিছু নির্দিষ্ট পণ্য প্রস্তাবিত শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হবে। এর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি, বিরল খনিজ ও নির্দিষ্ট কিছু ধাতু, গরুর মাংস, কফি, নির্দিষ্ট ফল ও সবজি, ওষুধ, জৈব রাসায়নিক ও উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ।

গত ১২ মার্চ বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের বিরুদ্ধে এই তদন্ত শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। ইউএসটিআর জানিয়েছে, তদন্তে তারা দেখতে পেয়েছে, বাংলাদেশ জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের ওপর বোঝা সৃষ্টি করে। তবে জোরপূর্বক শ্রমের পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ এআরটি চুক্তির অধীনে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইউএসটিআর জানিয়েছে, জোরপূর্বক শ্রমের তদন্তের শুনানিতে অংশগ্রহণের আবেদন ও সাক্ষ্যের সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট দেশকে ২১ জুনের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। আর লিখিত মতামত জমা দেওয়ার শেষ সময় হচ্ছে আগামী ৬ জুলাই।

এ ছাড়া বাংলাদেশ, চীনসহ বিশ্বের ১৬টি বাণিজ্য অংশীদার দেশের অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতা-সংক্রান্ত আরেকটি বড় তদন্তের ফলাফলও শিগগিরই প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে ইউএসটিআর। গত ১১ মার্চ এই তদন্ত শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলত তৈরি পোশাক ও সিমেন্ট খাতের অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে কি না, সেটি তদন্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান প্রথম আলোকে বলেন, 'জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য বা কাঁচামাল আমদানি করে না বাংলাদেশ। এমনকি তৈরি পোশাকশিল্পসহ কোনো খাতেই জোরপূর্বক শ্রমের চর্চা নেই। আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্তের শুনানিকে খুবই গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। প্রয়োজনে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন বলে আমরা মনে করি।'

04 JUN 2026 প্রথম আলো

জোরপূর্বক শ্রমে পণ্য উৎপাদনের অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেকশন ৩০১' তদন্তে ১০% অতিরিক্ত শুল্কের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড (এআরটি) শীর্ষক চুক্তিতে পণ্য উৎপাদনে 'ফোর্সড লেবার' বা জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার নিষিদ্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। সেটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর)। সংস্থাটির সেকশন ৩০১ তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জোরপূর্বক শ্রমে পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ ও তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তাদের ভাষায়, এ ধরনের ব্যর্থতা 'অযৌক্তিক' এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত বা সীমিত করে। তাই এ অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তা কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানিতে মোট শুল্ক ২৯ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে।

'রিপোর্ট ইন সেকশন ৩০১ ইনভেস্টিগেশন: অ্যাক্টস, পলিসিজ, প্র্যাকটিসেস অব ভ্যারিয়াস ইকোনমিস রিলেটেড টু দ্য ফেইলিউর টু ইমপোজ অ্যান্ড ইফেকটিভলি এনফোর্স আ প্রহিবিশন অন দি ইম্পোর্টেশন অব গুডস প্রোডিউসড উইথ ফোর্সড লেবার' শীর্ষক প্রতিবেদন ২ জুন প্রকাশ করে ইউএসটিআর। একই দিনে এ-সংশ্লিষ্ট বিবৃতিও দেয় সংস্থাটি।

তদন্ত প্রতিবেদন-সংক্রান্ত ইউএসটিআরের বিবৃতিতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, 'জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি ঠেকাতে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারদের ব্যর্থতা গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, যেখানে মার্কিন শ্রমিকদের বৈশ্বিক বাজারে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা আর এ বৈষম্য মেনে নেব না।'

তিনি বলেন, 'কিছু বাণিজ্য অংশীদার ইউএসএমসিএ এবং এআরটির মতো চুক্তির মাধ্যমে জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি ঠেকাতে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে বৈশ্বিক বাণিজ্য যেন কোনোভাবেই জোরপূর্বক শ্রমকে উৎসাহিত বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না দেয়, তা নিশ্চিত করতে আমাদের সব অংশীদারকেই আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।'

জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ৬০টি দেশের পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয় ইউএসটিআর। এ বিষয়ে সংস্থাটি বলছে, যেসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। অন্যদিকে যেসব দেশ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেনি, তাদের জন্য বাড়তি শুল্কের হার প্রস্তাব করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। তবে ইউএসটিআরের এ প্রস্তাব এখনো চূড়ান্ত নয়। সংস্থাটি

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি। সে অনুযায়ী, বাংলাদেশের রফতানি পণ্যে মার্কিন পাল্টা শুল্কের হার নির্ধারণ করা হয় ১৯ শতাংশ। এখন নতুন করে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক যোগ হলে তা ২৯ শতাংশে দাঁড়াবে। এতে দেশের রফতানিমুখী শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দিক থেকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে

এ বিষয়ে জনমত, শুনানি ও লিখিত মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সে প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই হয়। এর শ্রমবিষয়ক অধ্যায়ে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেয় যে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম, চুক্তিবদ্ধ শ্রম এবং শিশুশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত বা খনি থেকে উত্তোলিত কোনো পণ্য রফতানি করতে দেয়া হবে না। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার করে বাংলাদেশ। পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকার সংরক্ষণ, শ্রম আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ এবং শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এখন শ্রম সম্পর্কিত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় পুরো চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবের বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছেন বাণিজ্যসংশ্লিষ্টরা।

শ্রম খাত বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের আইন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী, জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ। তবে যুক্তরাষ্ট্র যেসব ক্ষেত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, সেগুলো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তদন্ত এবং প্রয়োজন হলে আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি দূর করা জরুরি। একই সঙ্গে বিষয়টি শুধু সরকারের নয়; ব্যবসায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি অভিন্ন অবস্থান তৈরি করা প্রয়োজন। তাদের মতে, জোরপূর্বক শ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্য শনাক্তকরণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি জটিল প্রশ্ন, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বহুপক্ষীয় কাঠামোর মধ্য দিয়েই মোকাবেলা করা উচিত।

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার

দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হতে পারে।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. এম মাসরুর রিয়াজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'এটা আমাদের জন্য একটা বড় ধাক্কা। বহু চড়াই-উতরাই, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা পার হয়ে এআরটি সইয়ের মাধ্যমে আমরা মোটামুটি একটি কাঠামোগত চুক্তির মধ্যে এসেছিলাম। কিন্তু অতিরিক্ত শুল্ক যুক্ত হলে বাংলাদেশের রফতানি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরো ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। ফলে চাহিদা কমে যাওয়ার বড় ঝুঁকি রয়েছে।'

ইউএসটিআর জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিষয়ে অংশীজনদের কাছ থেকে লিখিত মতামত ও শুনানির আবেদন গ্রহণ করা হবে। এসব মতামত পর্যালোচনার পর সংস্থাটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, বিষয়টি এখন কেবল একটি শুল্ক তদন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এআরটির অধীনে দেয়া শ্রম-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অবস্থান এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রফতানি সক্ষমতা—তিনটি বিষয়ই এখন নতুন করে পরীক্ষার মুখে পড়েছে।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টিকে শুধু শ্রমমান বা বাণিজ্য নীতির প্রশ্ন হিসেবে দেখলে পুরো চিত্রটি ধরা পড়বে না। ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে শ্রম অধিকার ইস্যু এবং বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাও এ ধরনের উদ্যোগের পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে। সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিষয়টিতে ট্রাম্পের ট্যারিফ পলিসি এবং ভূরাজনীতি—দুটোরই প্রভাব থাকতে পারে। তবে আমরা যা দেখছি, সেটি তাদের অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন।

নেয়া হয়েছিল। সেটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর)। সংস্থাটির সেকশন ৩০১ তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জোরপূর্বক শ্রমে পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ ও তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তাদের ভাষায়, এ ধরনের ব্যর্থতা 'অযৌক্তিক' **এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত বা সীমিত করে। তাই এ অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব** বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। **তা কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের** বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানিতে **মোট শুল্ক ২৯** শতাংশে গিয়ে ঠেকবে।

'রিপোর্ট ইন সেকশন ৩০১ **ইনভেস্টিগেশন: অ্যাক্টস,** পলিসিজ, প্র্যাকটিসেস অব ভ্যারিয়াস ইকোনমিস রিলেটেড টু দ্য ফেইলিউর টু ইমপোজ অ্যান্ড ইফেকটিভলি এনফোর্স আ প্রহিবিশন অন দি ইম্পোর্টেশন অব গুডস প্রোডিউসড উইথ ফোর্সড লেবার' শীর্ষক প্রতিবেদন ২ জুন প্রকাশ করে ইউএসটিআর। একই দিনে এ-সংশ্লিষ্ট বিবৃতিও দেয় সংস্থাটি।

তদন্ত প্রতিবেদন-সংক্রান্ত ইউএসটিআরের বিবৃতিতে

প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা আর এ বৈষম্য মেনে নেব না।'

তিনি বলেন, 'কিছু বাণিজ্য অংশীদার ইউএসএমসিএ এবং এআরটির মতো চুক্তির মাধ্যমে জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি ঠেকাতে প্রাথমিক পদক্ষেপ **নিয়েছে। তবে** বৈশ্বিক বাণিজ্য **যেন** কোনোভাবেই **জোরপূর্বক শ্রমকে** উৎসাহিত বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না দেয়, **তা নিশ্চিত করতে আমাদের সব** অংশীদারকেই আরো **কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।'**

জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ৬০টি দেশের পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয় ইউএসটিআর। এ বিষয়ে সংস্থাটি বলছে, যেসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। অন্যদিকে যেসব দেশ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেনি, তাদের জন্য বাড়তি শুল্কের হার প্রস্তাব করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। তবে ইউএসটিআরের এ প্রস্তাব এখনো চূড়ান্ত নয়। সংস্থাটি

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি। সে অনুযায়ী, বাংলাদেশের রফতানি পণ্যে মার্কিন পাল্টা শুল্কের হার নির্ধারণ করা হয় ১৯ শতাংশ। এখন নতুন করে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক যোগ হলে তা ২৯ শতাংশে দাঁড়াবে। এতে দেশের রফতানিমুখী শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দিক থেকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে

এ বিষয়ে জনমত, শুনানি ও লিখিত মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সে প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই হয়। এর শ্রমবিষয়ক অধ্যায়ে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেয় যে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম, চুক্তিবদ্ধ শ্রম এবং শিশুশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত বা খনি থেকে উত্তোলিত কোনো পণ্য রফতানি করতে দেয়া হবে না। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার করে বাংলাদেশ। পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকার সংরক্ষণ, শ্রম আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ এবং শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এখন শ্রম সম্পর্কিত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় পুরো চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবের বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছেন বাণিজ্যসংশ্লিষ্টরা।

শ্রম খাত বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের আইন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী, জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ। তবে যুক্তরাষ্ট্র যেসব ক্ষেত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, সেগুলো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তদন্ত এবং প্রয়োজন হলে আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি দূর করা জরুরি। একই সঙ্গে বিষয়টি শুধু সরকারের নয়; ব্যবসায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি অভিন্ন অবস্থান তৈরি করা প্রয়োজন। তাদের মতে, জোরপূর্বক শ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্য শনাক্তকরণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি জটিল প্রশ্ন, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বহুপক্ষীয় কাঠামোর মধ্য দিয়েই মোকাবেলা করা উচিত।

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের আইনে ফোর্সড লেবার নিষিদ্ধ এবং সেটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ীও এটি নিষিদ্ধ, দেশের ফৌজদারি আইনে নিষিদ্ধ; যা শ্রম আইনের সর্বশেষ সংশোধনীতেও এটি যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ১৯৭১ সালেই সংশ্লিষ্ট আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। সুতরাং আইনগতভাবে আমরা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী চলি।'

তিনি বলেন, 'আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তাহলে সরকার সেটার উন্নয়ন ঘটাবে। আর যুক্তরাষ্ট্র যেসব জায়গা চিহ্নিত করেছে, সেগুলো নির্দিষ্টভাবে তদন্ত করা দরকার। সেখানে যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তাহলে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টি শুধু শ্রম প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রশ্ন নয়; বরং বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রমুখী রফতানি, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত। সম্ভাব্য অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর হলে রফতানি ব্যয় বাড়বে এবং প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হতে পারে।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. এম মাসরুর রিয়াজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'এটা আমাদের জন্য একটা বড় ধক্কা। বহু চড়াই-উতরাই, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা পার হয়ে এআরটি সইয়ের মাধ্যমে আমরা মোটামুটি একটি কাঠামোগত চুক্তির মধ্যে এসেছিলাম। কিন্তু অতিরিক্ত শুল্ক যুক্ত হলে বাংলাদেশের রফতানি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরো ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। ফলে চাহিদা কমে যাওয়ার বড় ঝুঁকি রয়েছে।'

ইউএসটিআর জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিষয়ে অংশীজনদের কাছ থেকে লিখিত মতামত ও শুনানির আবেদন গ্রহণ করা হবে। এসব মতামত পর্যালোচনার পর সংস্থাটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, বিষয়টি এখন কেবল একটি শুল্ক তদন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এআরটির অধীনে দেয়া শ্রম-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অবস্থান এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রফতানি সক্ষমতা—তিনটি বিষয়ই এখন নতুন করে পরীক্ষার মুখে পড়েছে।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টিকে শুধু শ্রমমান বা বাণিজ্য নীতির প্রশ্ন হিসেবে দেখলে পুরো চিত্রটি ধরা পড়বে না। ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে শ্রম অধিকার ইস্যু এবং বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাও এ ধরনের উদ্যোগের পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে। সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিষয়টিতে ট্রাম্পের ট্যারিফ পলিসি এবং ভূরাজনীতি—দুটোরই প্রভাব থাকতে পারে। তবে আমরা যা দেখছি, সেটি তাদের অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন। এ ধরনের বিষয়ে শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন নয়, মার্কিন কংগ্রেসসহ তাদের গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা থাকে। জোরপূর্বক শ্রমের মতো বিষয়গুলো নিয়ে তারা অনেকদিন ধরেই কথা বলছে। তবে এতদিন অন্যান্য প্রশাসন এসব বিষয়ে ছাড় দিয়ে এলেও আমার মনে হয় ট্রাম্প প্রশাসন ও ভবিষ্যতের অন্যান্য প্রশাসনও শক্ত অবস্থান নিতে পারে। তাই আমাদের উচিত এ ইস্যু সমাধানে গভীরভাবে মনোযোগী হওয়া। নইলে সামনের দিনগুলোয় শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন এমনকি প্রতিবেশী ভারতও এসব বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে।'

সমাধানের বিষয়ে এ কূটনীতিক বলেন, 'আমরা যে এর সমাধান করতে পারি, সেটা ১৯৯২ সালেই দেখিয়েছি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, শিশুশ্রমের সমস্যাটিকে মোকাবেলা করতে পেরেছি আমরা। বর্তমান প্রশ্নটিকেও যদি গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, তাহলে অবশ্যই পারব।'

ইউএসটিআরের তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে গতকাল প্রতিক্রিয়া জানতে বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

The Daily Star

04 JUN 2026

Bangladesh may face 10% more tariff on US exports

REFAYET ULLAH MIRDHA

The US has proposed fresh tariffs on 60 countries, including Bangladesh, because they have failed to prove they do not import industrial raw materials from places where forced labour is used.

- Noncooperative countries face 12.5% tariff
- Trade deal places Bangladesh in 10% tariff bracket
- Tariff rates are not final and subject to public review
- Written comments to the USTR are open until Jul 6
- Public hearing on Jul 7

The USTR found that Bangladesh has failed to impose and effectively enforce a prohibition on the import of goods produced with forced labour, thereby burdening or restricting US commerce.

"The failure of our most important trading partners to address the importation of goods made with forced labour is unacceptable," said USTR Ambassador Jamieson Greer.

"This creates a dynamic where American workers are forced to compete globally on an unlevel playing field.

"We will no longer tolerate this disparity," he said.

For economies that impose a forced labour import prohibition, that have committed to impose and enforce such a prohibition through an Agreement on Reciprocal Trade, or economies that have imposed a partial regime with the effect of preventing the import of certain forced labour goods, the USTR proposed 10 percent as the rate of additional duties.

Bangladesh has taken on commitments under the US-Bangladesh Agreement on Reciprocal Trade (ART) with respect to a forced labour import prohibition, so the 10 percent tariff is applicable.

For all other economies, the USTR proposed 12.5 percent as the rate of additional duty.

The USTR also proposed a textile mechanism that would allow for a certain volume of apparel and textile imports from certain economies to enter the US at a reduced Section 301 tariff rate.

The use of forced labour in the production of cotton is well documented, and such imports are prohibited under US forced labour laws, according to the USTR investigation report.

Additionally, certain textile manufacturers are included on the Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA) entity list.

As of marketing year 2025-2026, 92.8 percent of the cotton grown in China was grown in Xinjiang.

Witness testimony indicates that, in general, exports from this region to the 59 other investigated economies totalled $37.6 billion in 2025. Nearly all investigated economies imported cotton from China between 2021 and 2025.

According to independent reporting, regions reported importing cotton or cotton mixed products from China between 2016 and 2019, with Bangladesh, Hong Kong, Japan, the Philippines, and Vietnam being among the largest importers by volume and by value.

Such reporting also observed that the top destinations of exports from China, specifically goods typically processed by other manufacturers into semi-finished materials or finished garments, were Bangladesh, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, the Philippines and Vietnam.

This suggests that cotton goods from China are often exported to intermediary manufacturers of textiles, apparel and other downstream products.

Bangladesh does not import cotton from countries with enforced labour ... Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

The country has stopped importing cotton from China for many years, as the certificates of origin of raw materials provided to the buyers demonstrate, he said, adding that the BGMEA will sit with the US embassy soon and seek clarification on the issue.

The government is yet to be officially notified about the latest USTR move, said a senior official of the commerce ministry asking not to be named.

The USTR investigation covers economies such as the EU, Canada, Australia, Japan, the UK, Switzerland, Norway and New Zealand, suggesting that the issue concerns a contested regulatory approach rather than a settled international norm, said Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development.

The proposal reflects a growing tendency to use tariff threats to advance regulatory standards that have not been established through a multilateral agreement.

Bangladesh's response should therefore combine principle and pragmatism.

"It should challenge the conceptual and legal basis of treating forced-labour import prohibition as a universal obligation -- it should avoid unconditional

কালবেলা

04 JUN 2026

মে মাসে দেশের রপ্তানি আয় কমেছে ৭ শতাংশ

১১ মাসে কমেছে ২.৫৫%

কালবেলা প্রতিবেদক »

প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের চালান কমে যাওয়ার কারণে মে মাসে রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ শতাংশ কমেছে। গতকাল বুধবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ইপিবি সর্বশেষ তথ্য বলছে, গত মে মাসে দেশ থেকে মোট ৪৪০ কোটি ২৭ লাখ ৮০ হাজার ডলার সমপরিমাণ রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৪৭৩ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয় কমেছে ৩৩ কোটি ৫১ লাখ ডলার।

তবে চলতি বছরের এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। এপ্রিল মাসে রপ্তানি আয় ছিল ৪০০ কোটি ৯৯ লাখ ডলার। সে তুলনায় মে মাসে আয় বেড়েছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। সবমিলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১১ মাসে (জুলাই-মে) মোট রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৩৭৯ কোটি ৯২ লাখ ২০ হাজার ডলারে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ৪ হাজার ৪৯৪ কোটি ৬০ লাখ ১০ হাজার ডলার। অর্থাৎ, ১১ মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ১১৫ কোটি ডলারের বেশি বা ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

খাতওয়ারি রপ্তানি আয়ের চিত্রে দেখা গেছে, বরাবরের মতো মে মাসেও রপ্তানির শীর্ষে ছিল তৈরি পোশাক খাত। নানা ইস্যুতে চাপে থাকা এই খাত থেকে মে মাসে রপ্তানি হয়েছে ৩৫৯ কোটি ৪১ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ৩৯১ কোটি ৯০ লাখ ৭০ হাজার ডলার। তবে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে পোশাক রপ্তানি ১৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ বেড়েছে। এপ্রিলে এ খাত থেকে রপ্তানি হয়েছিল ৩১৪ কোটি ৯ লাখ ডলার।

ফলে চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৩১ কোটি ৪০ লাখ ৪০ হাজার ডলারে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৩ হাজার ৬৫৫ কোটি ৫১ লাখ ৯০ হাজার ডলার। অর্থাৎ, এ খাতে রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ।

পোশাক খাতে রপ্তানি কমলেও ওষুধ, প্লাস্টিক পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, মুদ্রণ সামগ্রী, হোম টেক্সটাইল এবং প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। এ ছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ফলমূল এবং কাঁকড়া রপ্তানিতেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ, সামগ্রিক রপ্তানি কমলেও কয়েকটি অপ্রচলিত খাত ভালো করেছে বলে জানিয়েছে ইপিবি।

দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতেও চাহিদা শক্তিশালী রয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বেড়েছে। একই সঙ্গে স্পেন, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, কানাডা, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবে রপ্তানিতেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ার ইঙ্গিত দেয়।

ইপিবি বলছে, বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্যেও সর্বশেষ রপ্তানি তথ্য দেশের রপ্তানি খাতের স্থিতিস্থাপকতার প্রমাণ দিয়েছে। মে মাসে মাসভিত্তিক শক্তিশালী পুনরুদ্ধার, অপ্রচলিত রপ্তানি খাতগুলোর ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রধান বাজারগুলোয় ইতিবাচক অবস্থান বাংলাদেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

The Daily Star
04 JUN 2026

Export rebound sputters out with 7% fall in May

Shipments contracted to $4.40 billion last month, clouding prospects for a recovery in FY26

JAGARAN CHAKMA

After a brief recovery in April, exports returned to a year-on-year decline last month, according to official data, as weak demand for apparel in key markets and lower order volumes from Western buyers weighed on earnings.

With merchandise exports dropping in May, overall shipments in the first 11 months of the current fiscal year also fell compared with the same period a year earlier.

Amid mounting external pressures largely caused by the war in the Gulf, exporters say a prolonged slowdown could put pressure on the country's foreign exchange inflows and overall economic growth.

Meanwhile, with only one month remaining in the fiscal year, economists are questioning whether exports will end FY2025-26 in negative territory, reversing the recovery recorded in FY2024-25 after two consecutive years of decline.

In May, the country's merchandise exports fell 7 percent year-on-year to $4.40 billion. As a result, exports in the July-May period of FY2025-26 declined 2.60 percent year-on-year to $43.80 billion, according to data released by the Export Promotion Bureau (EPB) yesterday.

The figure was down 2.6 percent from $44.95 billion in the corresponding period of the previous fiscal year, EPB data showed.

"Negative growth in May was expected," said Mohammed Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

The readymade garment sector generates more than 80 percent of Bangladesh's export earnings.

During the first 11 months of FY26, garment exports fell 3.4 percent year-on-year to $35.31 billion. Knitwear exports dropped 4.3 percent to $18.78 billion, while woven garment shipments declined 2.4 percent to $16.53 billion.

The BKMEA president said export orders have remained sluggish for much of FY26 as buyers in major markets continue to place orders cautiously amid global economic uncertainty.

"The global market is still weak, and export orders are lower than expected. That is why the sector is posting negative growth," Hatem told The Daily Star.

He also pointed to the Eid-ul-Azha holidays, which began in late May and reduced factory working days, affecting production and shipments during the month.

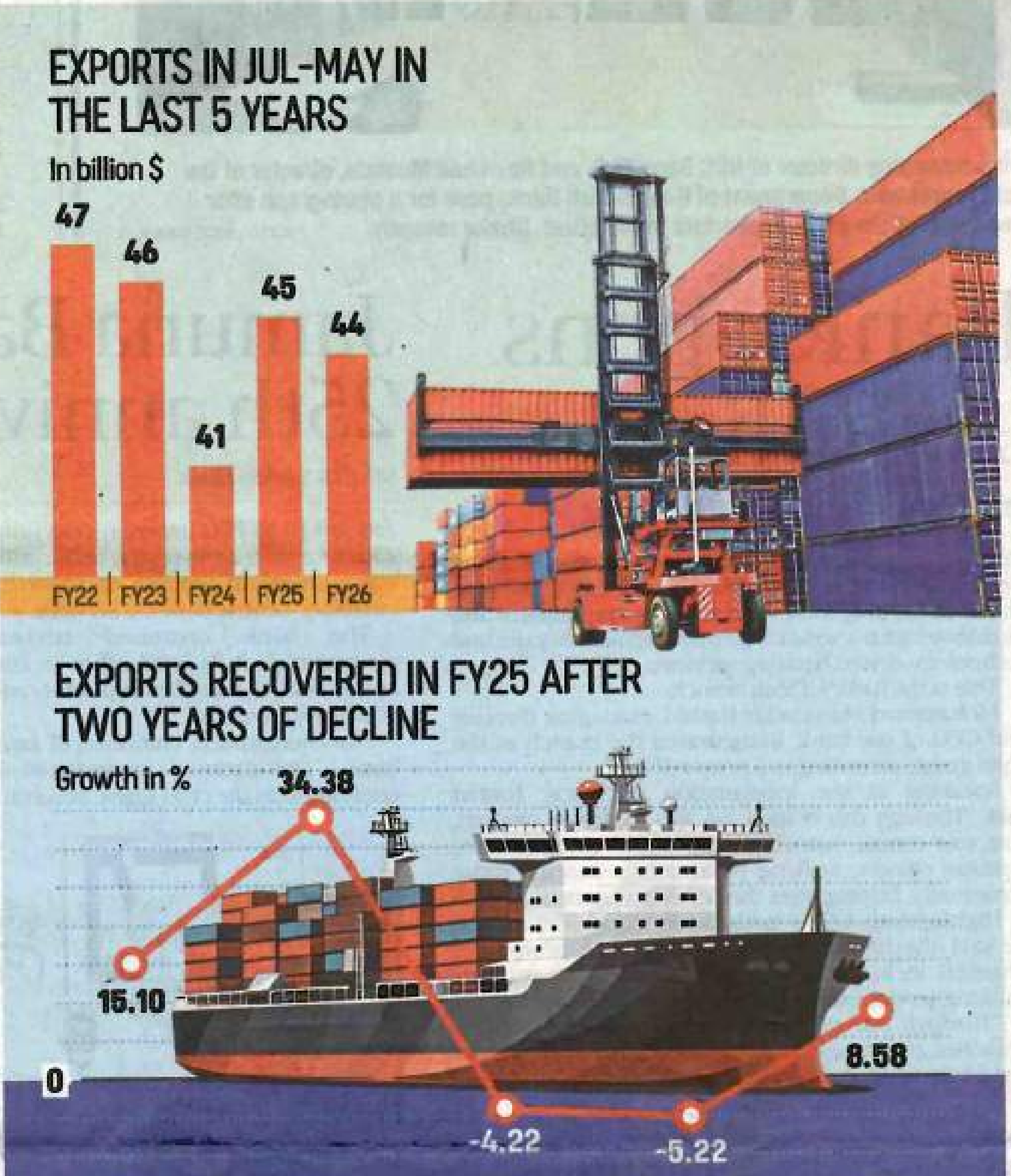

According to Hatem, the strong growth recorded in April was partly due to a favourable comparison with the same month a year earlier, when overall production hours were reduced by Eid holidays.

"This year's April had more working days, so some growth was natural. But the market situation has not improved significantly," he said.

Hatem said the apparel sector has been under pressure throughout the fiscal year and there are few signs of a sharp recovery in the coming months. "We do not see any strong indication that orders will rebound significantly in the near future."

He added that a prolonged weakness in exports could put pressure on the country's foreign exchange inflows and overall economic growth.

The Daily Star

04 JUN 2026

In the first 11 months of the current fiscal year, Bangladesh's terry towel and linen exports fell 14 percent as manufacturers grappled with weak global demand and rising business costs.

M Shahadat Hossain Sohel, president of Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association, said the sector was being squeezed by multiple crises, including the lingering impact of the Russia-Ukraine war, conflicts across the Middle East and an inflation-driven slowdown in demand in key markets such as Europe and the United States.

He said many small and medium-sized factories had shut down since the pandemic, while larger firms were surviving largely on bank financing rather than profits.

Sohel also blamed soaring production costs, unreliable gas and power supplies, and a difficult business environment for eroding competitiveness.

According to him, without stronger policy support, similar to incentives offered by India to its textile sector, Bangladesh could lose further ground in global markets.

Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), said it was still too early to conclude whether Bangladesh's exports would end the fiscal year in negative territory, as one month remained.

"However, export growth is unlikely to improve significantly," he said.

Razzaque said the prolonged weakness in exports was already affecting investment and the labour market. If exports fail to recover quickly, the adverse effects could persist for a longer period.

Citing data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), he said the country had been facing labour market challenges for the past two years, making a near-term recovery unlikely.

As Bangladesh's exports are heavily concentrated in the readymade garment sector, any slowdown in apparel shipments has ripple effects across the broader economy, including backward linkage industries, said the economist.

ঢাকা।

The Financial Express
04 JUN 2026

Exports fall 7.07pc in May

FE REPORT

The country's earnings from merchandise exports again fell by 7.07 per cent year on year in May 2026, after showing an upward trend in the previous month--due mainly to poor performance of the readymade-garment sector.

In May 2026, Bangladesh fetched US$4.40 billion in export earnings over that of US$4.73 billion in the corresponding month of 2025, according to the data released Wednesday by the Export Promotion Bureau (EPB).

On the other hand, the country's overall export earnings during the first eleven months of the current fiscal year (2025-26) also sustained a negative-growth trajectory as shipment of readymade garment (RMG) to major countries contracted.

Bangladesh earned $43.79 billion from exports of merchandise goods during the July-May period of the FY 2025-26, reflecting a 2.55 per cent year-on-year negative growth over that of $44.94 billion in the corresponding period of last fiscal, the EPB data revealed.

The country's exports entered a negative territory on a year-on-year basis in August 2025, when the country recorded a 2.93-per cent fall.

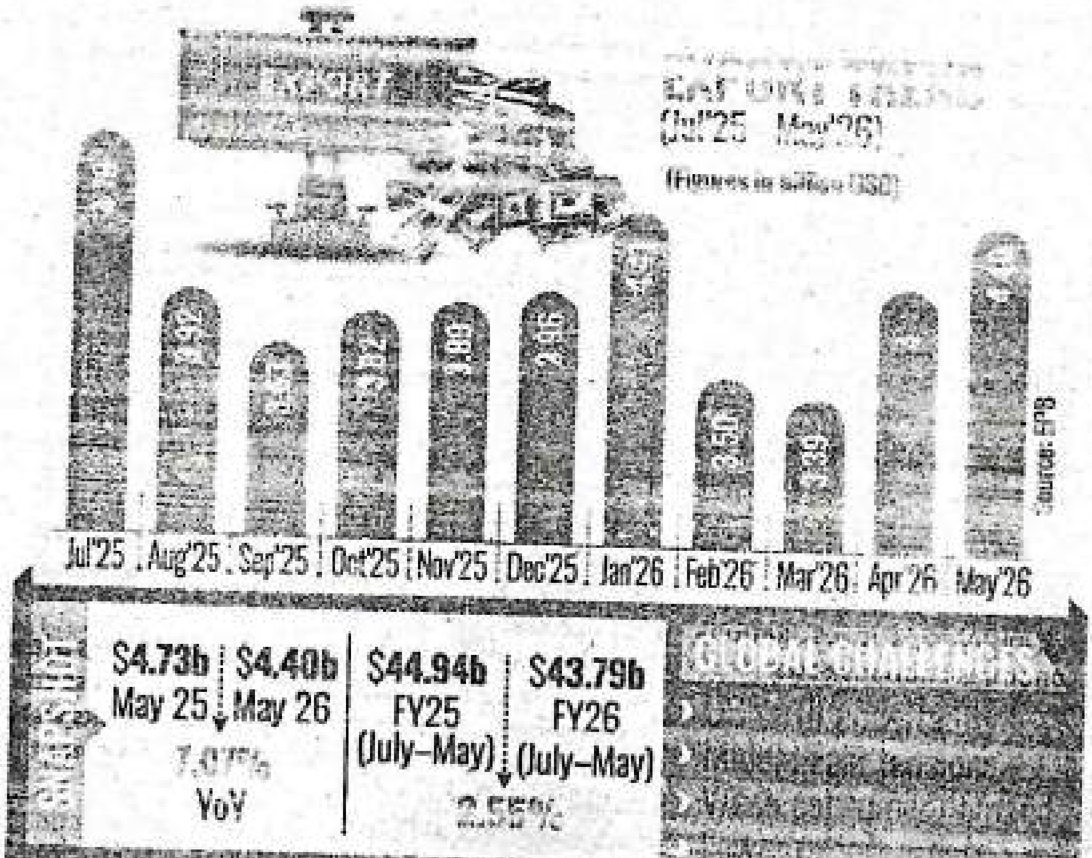

The downtrend was followed by a decline of 4.61 per cent, 7.43 per cent, 5.58 per cent, 14.25 per cent, 0.50 per cent, 12.03 per cent and 18.07 per cent in September, October, November, December, January, February and March respectively.

However, the export receipts grew by 24 per cent and 32 per cent in last July and April respectively.

Of the total earnings in May, the RMG sector fetched $3.59 billion, showing an 8.29 per cent negative growth compared to $3.91 billion in the same month of 2025, the EPB data revealed.

As usual, readymade garments maintained its lead position, contributing $35.31 billion--notwithstanding a 3.41per cent negative growth--to the total export earnings during the first eleven months of the current fiscal.

In the clothing segment, earnings from knitwear exports fell by 4.26 per cent to $18.78 billion, while that of woven garments declined by 2.42 per cent to $16.52 billion.

When asked, Mohammad Hatem, President of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the exports saw a poor performance in May due to suspension of production because of a number of Eid holidays.

Mentioning that the export performance in April'26 was comparatively higher than that of April'25, he said the coming months might not be different as global demands are shrinking for a number of factors like US tariff tension, Middle East crisis resulting in less work orders.

"The US tariffs also changed the overall market dimension with decline in the sales there, thus decreasing the work orders also," he notes.

According to product-wise data, earnings from home-textile exports increased by 3.48 per cent to $853.26 million, up from $824.58 million in the corresponding period of last fiscal.

Leather and leather products fetched $1.09 billion, reflecting a 3.74 per cent year-on-year rise.

The export receipts from the agricultural sector saw a 4.51 per cent negative growth to $885.77 million.

Jute and jute goods fetched $793.36 million, up by 3.17 per cent year-on-year increase.

Export receipts from frozen and live fishes registered a slight increase to $412.11 million during the first eleven months of fiscal 2025-26.

Pharmaceutical exports also grew by 10.73 per cent to $217.67 million over the matching period of last fiscal.

In FY '25, the country's merchandise exports fetched $48.28 billion, riding on $39.34 billion earnings from the apparel sector, according to the EPB data.

Munni_fe@yahoo.com

The Business Standard

04 JUN 2026

Govt drafts reform roadmap to seek delay in LDC graduation until 2029

ECONOMY - BANGLADESH

ABUL KASHEM

25-point action plan to be sent to UN body in two weeks

The government is preparing to submit a three-year reform roadmap to the United Nations in a final effort to secure a postponement of Bangladesh's graduation from the least developed country (LDC) category until November 2029, despite a UN committee recommending a "shorter" extension.

A high-level meeting chaired by Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury yesterday reviewed and finalised a draft 25-point action plan that will be sent to the UN Committee for Development Policy (CDP) following the national budget announcement.

The reform commitments had already been presented to the CDP during a virtual meeting on 29 April, officials said. The proposed reforms are scheduled to be implemented between 2026 and November 2029 by various ministries and agencies, they said.

Officials said the central strategy hinges on demonstrating visible progress, monitored by a newly proposed oversight committee led by the finance minister, which will meet monthly to evaluate domestic implementation.

A senior official familiar with the discussions, on condition of anonymity, told

KEY ACTION PLAN

Specific measures to be taken	Deadline for completion
Mitigating debt risks, challenges identified by WB, IMF	Nov 2029
Improving compliance, restore discipline in financial sector	Dec 2027
Finalising draft distressed asset management act	Dec 2027
Conducting yearly comprehensive reviews of commercial banks	Dec 2027
Strengthening anti-corruption measures, digitalising service delivery systems	Nov 2029
Introducing a provisional licensing system within seven days; [illegible]	Jun 2027
Expanding tax net, strengthening transparency and accountability	Jun 2027
Integrating data with banks and CDBL for automatic savings, investment reporting	Jun 2027
Expanding MFS, digital payments infrastructure, interoperable payment systems and digital literacy	Jun 2028
Incentivising investment in renewable energy	Nov 2029
Supporting exporters to meet global market standards	Nov 2029

ঢাকা।

The Business Standard
04 JUN 2026

TBS that the government plans to submit a formal letter to the CDP within the next two weeks outlining its commitments and implementation framework.

"The finance minister is highly committed to these reforms and emphasised during the meeting that they are necessary for the country's economic interests," the official said.

Based on an ERD press release, the country's newspapers yesterday published news that the CDP recommended that the United Nations General Assembly extend Bangladesh's preparatory period for LDC graduation until November 2029. But the CDP actually meant a shorter extension rather than a specific three-year period.

Reform commitments

The draft document, titled "Action Plan for Bangladesh's Preparation for LDC Graduation (2026-2029)," focuses on strengthening macroeconomic stability, financial sector governance, fiscal reforms, business deregulation, export diversification and institutional capacity.

The government has pledged to begin implementing measures to ensure macroeconomic stability from June 2027, with implementation continuing until November 2029. The plan includes stronger coordination between monetary and fiscal policies, regular assessment of demand and supply conditions for essential commodities, and trade policy adjustments to maintain uninterrupted supplies.

Bangladesh will also commit to addressing debt vulnerabilities identified in debt sustainability assessments conducted by the International Monetary Fund and the World Bank.

Financial sector reforms feature prominently in the draft roadmap. The government plans to strengthen Bangladesh Bank's supervisory authority and restore discipline across the financial sector by December 2027. It also intends to conduct annual comprehensive reviews of all commercial banks, covering asset quality, capital adequacy, liquidity, governance and stress testing, with corrective measures taken where necessary.

The reform programme further includes anti-corruption initiatives and governance improvements. The government aims to expand digital public service delivery systems to reduce direct interactions between citizens and officials while strengthening transparency, accountability and parliamentary oversight through November 2029.

Deregulation and tax reforms

Business deregulation is another major pillar of the proposed reforms. By June 2027, the government plans to establish a unified digital application platform covering licences, certificates, approvals and renewals. Licensing procedures will be simplified, provisional licences will be issued within seven days and the validity period of licences and permits will be extended from one year to five years.

The government also intends to make the National Single Window fully operational within the same timeframe.

Under fiscal reforms, state-owned enterprises are expected to become commercially viable by June 2028, with selected entities potentially listed on the stock market. The government has also pledged to broaden the tax base and strengthen transparency and accountability in the collection of fees and non-tax revenues.

Plans include integrating data systems between banks and the Central Depository Bangladesh Limited by June 2028 to facilitate automated reporting of savings and investment information.

Other measures include reducing the discretionary powers of tax officials, fully automating the National Board of Revenue and its commissionerates, limiting tax exemptions and strengthening value-added tax compliance.

To monitor implementation, the government intends to establish a joint government-private sector task force.

Export competitiveness and infrastructure

As part of efforts to diversify exports ahead of graduation, the government plans to provide targeted incentives and policy support to pharmaceuticals, leather, information and communications technology, agro-processing, jute and light engineering industries.

By December 2028, authorities aim to improve central effluent treatment facilities for the tannery sector and operationalise the Active Pharmaceutical Ingredient Park.

The government also intends to reduce logistics costs from 15% to 10% by June 2029 through port modernisation, customs reforms, improved multimodal connectivity and the development of integrated industrial and logistics corridors.

In the energy sector, Bangladesh plans to encourage investment in renewable energy, develop a carbon market policy and expand green financing initiatives.

The draft roadmap also outlines measures to secure Generalised Scheme of Preferences Plus benefits in the European Union after graduation. Bangladesh may additionally seek to conclude free trade agreements with South Korea, Oman, the United Arab Emirates, Hong Kong and New Zealand by 2029.

The government has pledged continued support for exporters seeking to meet standards in major markets, including the European Union, the United States, Japan, South Korea, China and regional trading partners.

A revised Smooth Transition Strategy reflecting current domestic and global realities is expected to be completed by March 2027, while progress on implementation will be reviewed monthly.

What happens next?

According to officials, the CDP's recommendation will now be considered by the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) at its meeting on 22-23 July. ECOSOC is expected to forward the recommendation to the United Nations General Assembly.

If procedural constraints prevent ECOSOC from formally adopting the recommendation, Bangladesh may have to seek approval directly from the General Assembly during its September session.

Experts said a favourable recommendation from ECOSOC would improve Bangladesh's prospects of securing an extension at the General Assembly.

Although Bangladesh has met all three formal graduation criteria, analysts believe the government's request for additional preparatio[n] prompted the CDP to recomm[end a] shorter extension as a spec[ial ac]commodation.

They stressed that commit[ments] alone would not be sufficient[. Ban]gladesh must demonstrate [mea]surable progress on reform[s and] clearly identify areas where in[terna]tional institutions such as the the World Bank and the Asia[n De]velopment Bank are involved.

Several experts describe[d the] CDP's recommendation as an [excep]tional concession rather than a [prec]edent for future requests from LDCs.

This year, Bangladesh is [sched]uled to graduate from LDC [status] alongside Nepal and Laos. How[ever,] Nepal has also submitted a le[tter to] the CDP seeking a postponeme[nt.]

After Prime Minister Tarique [Rah]man sent a letter to the CDP [in] April requesting a three-year [postpone]ment of Bangladesh's gradu[ation,] the committee subsequently de[cided] to recommend a postponement[.]

At that time, however, the [...] assessment report on Banglad[esh's] preparedness for LDC gradu[ation] had not yet been completed. A[s a re]sult, the report was not attach[ed to] the resolution sent to the EC[OSOC.] The assessment will now be for[ward]ed separately to ECOSOC.

Under the CDP's recommend[ation,] ECOSOC may endorse a post[pone]ment of one year, two years, or th[e] three years requested by Bangla[desh.] The final decision, however, w[ill be] taken through a vote at the U[nited] Nations General Assembly.

What experts say

Debapriya Bhattacharya, a d[istin]guished fellow at the Centre fo[r]

The Business Standard
04 JUN 2026

nt plans to
to the CDP
es outlining
mplementa-

r is highly
ms and em-
eeting that
he country's
official said.
ess release,
es yesterday
e CDP rec-
ted Nations
nd Bangla-
od for LDC
ber 2029. But
a shorter ex-
ecific three-

led "Action
Preparation
2026-2029),"
ing macro-
ncial sector
ns, business
versification
y.
ledged to be-
res to ensure
from June
ion continu-
The plan in-
tion between
icies, regular
and supply
commodities,
ents to main-
ies.
o commit to
bilities identi-
assessments
ational Mone-
Bank.

Financial sector reforms feature prominently in the draft roadmap. The government plans to strengthen Bangladesh Bank's supervisory authority and restore discipline across the financial sector by December 2027. It also intends to conduct annual comprehensive reviews of all commercial banks, covering asset quality, capital adequacy, liquidity, governance and stress testing, with corrective measures taken where necessary.

The reform programme further includes anti-corruption initiatives and governance improvements. The government aims to expand digital public service delivery systems to reduce direct interactions between citizens and officials while strengthening transparency, accountability and parliamentary oversight through November 2029.

Deregulation and tax reforms

Business deregulation is another major pillar of the proposed reforms. By June 2027, the government plans to establish a unified digital application platform covering licences, certificates, approvals and renewals. Licensing procedures will be simplified, provisional licences will be issued within seven days and the validity period of licences and permits will be extended from one year to five years.

The government also intends to make the National Single Window fully operational within the same timeframe.

Under fiscal reforms, state-owned enterprises are expected to become commercially viable by June 2028, with selected entities potentially listed on the stock market. The government has also pledged to broaden the tax base and strengthen transparency and accountability in the collection of fees and non-tax revenues.

Plans include integrating data systems between banks and the Central Depository Bangladesh Limited by June 2028 to facilitate automated reporting of savings and investment information.

Other measures include reducing the discretionary powers of tax officials, fully automating the National Board of Revenue and its commissionerates, limiting tax exemptions and strengthening value-added tax compliance.

To monitor implementation, the government intends to establish a joint government-private sector task force.

Export competitiveness and infrastructure

As part of efforts to diversify exports ahead of graduation, the government plans to provide targeted incentives and policy support to pharmaceuticals, leather, information and communications technology, agro-processing, jute and light engineering industries.

By December 2028, authorities aim to improve central effluent treatment facilities for the tannery sector and operationalise the Active Pharmaceutical Ingredient Park.

The government also intends to reduce logistics costs from 15% to 10% by June 2029 through port modernisation, customs reforms, improved multimodal connectivity and the development of integrated industrial and logistics corridors.

In the energy sector, Bangladesh plans to encourage investment in renewable energy, develop a carbon market policy and expand green financing initiatives.

The draft roadmap also outlines measures to secure Generalised Scheme of Preferences Plus benefits in the European Union after graduation. Bangladesh may additionally seek to conclude free trade agreements with South Korea, Oman, the United Arab Emirates, Hong Kong and New Zealand by 2029.

The government has pledged continued support for exporters seeking to meet standards in major markets, including the European Union, the United States, Japan, South Korea, China and regional trading partners.

A revised Smooth Transition Strategy reflecting current domestic and global realities is expected to be completed by March 2027, while progress on implementation will be reviewed monthly.

What happens next?

According to officials, the CDP's recommendation will now be considered by the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) at its meeting on 22-23 July. ECOSOC is expected to forward the recommendation to the United Nations General Assembly.

If procedural constraints prevent ECOSOC from formally adopting the recommendation, Bangladesh may have to seek approval directly from the General Assembly during its September session.

Experts said a favourable recommendation from ECOSOC would improve Bangladesh's prospects of securing an extension at the General Assembly.

Although Bangladesh has met all three formal graduation criteria, analysts believe the government's request for additional preparation time prompted the CDP to recommend a shorter extension as a special accommodation.

They stressed that commitments alone would not be sufficient. Bangladesh must demonstrate measurable progress on reforms and clearly identify areas where international institutions such as the IMF, the World Bank and the Asian Development Bank are involved.

Several experts described the CDP's recommendation as an exceptional concession rather than a precedent for future requests from other LDCs.

This year, Bangladesh is scheduled to graduate from LDC status alongside Nepal and Laos. However, Nepal has also submitted a letter to the CDP seeking a postponement.

After Prime Minister Tarique Rahman sent a letter to the CDP on 6 April requesting a three-year deferment of Bangladesh's graduation, the committee subsequently decided to recommend a postponement.

At that time, however, the CDP's assessment report on Bangladesh's preparedness for LDC graduation had not yet been completed. As a result, the report was not attached to the resolution sent to the ECOSOC. The assessment will now be forwarded separately to ECOSOC.

Under the CDP's recommendation, ECOSOC may endorse a postponement of one year, two years, or the full three years requested by Bangladesh. The final decision, however, will be taken through a vote at the United Nations General Assembly.

What experts say

Debapriya Bhattacharya, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue and a member of the CDP, said the extension represents a unique opportunity for Bangladesh.

"This is an exceptional opportunity for Bangladesh. The government should quickly communicate its reform commitments and establish a monitorable implementation framework. That could positively influence consideration by both ECOSOC and the UN General Assembly," he said.

He added that LDC graduation should be viewed not only as an economic issue but also as a political commitment that reflects the country's future development trajectory.

Zahid Hussain, a former lead economist at the World Bank's Dhaka office, said the CDP's recommendation was conditional on Bangladesh implementing fiscal, banking and structural reforms to diversify the economy.

"Bangladesh comfortably meets all graduation criteria even after accounting for the adverse factors identified to make the case for deferment," he said.

According to Zahid, the recommendation reflects concerns about the country's capacity to implement its Smooth Transition Strategy amid challenges arising from the Middle East crisis, disruptions to global trade and the country's political transition.

"Two things are clear. First, this is the last extension if it makes it through the next steps. Second, the period of extension will be less than three years," he said.

The economist added that while approval remains uncertain, Bangladesh's prospects of securing an extension have improved significantly.

The Business Standard

04 JUN 2026

US proposes 10%-12.5 more tariff on goods from 60 countries including Bangladesh over forced labour

TARIFF – BANGLADESH

TBS REPORT

The Trump administration on Tuesday proposed imposing additional duties of 10% or 12.5% on imports from 60 economies after determining that their failure to curb trade in goods made with forced labour is unreasonable and restricts US commerce.

The proposal from the US Trade Representative's office (USTR) is the latest finding from a Section 301 unfair trade practices investigation to be released as the Trump administration seeks to rebuild its emergency tariffs, which were struck down by a US Supreme Court decision in February, Reuters reports.

The USTR said it determined that it would impose 10% duties related to the forced labour investigation on imports from Canada, Ecuad European Union, Indonesia, Pakistan, Argentina, Bang Cambodia, El Salvador, Gua Malaysia, Taiwan and Britain

The trade agency said it impose additional duties of 1 the remaining 45 countries th vestigated.

"The failure of our most ... trading partners to add importation of goods mad forced labour is unacceptab Trade Representative Jamieso said in a statement. "This cr dynamic where American w are forced to compete globall uneven playing field."

Reacting to the news, Shamim Ehsan, executive pr of BKMEA and president of t ployers Federation of Bang told TBS,

SEE PAGE

"There is no justification for imposing this new tariff on Bangladesh, as the country is not among those accused of using forced labour.

"They are trying to use tariffs as a tool. This will ultimately harm the free market economy and the global economy."

The USTR said it was also proposing a textile mechanism that would allow for a certain volume of apparel and textile imports to enter the US at a reduced tariff rate, though the duties and volumes were not disclosed, according to the Reuters report.

The announcement comes ahead of the 24 July expiration of a 10% temporary tariff imposed by the Trump administration on 10 February, the day the Supreme Court struck down US President Donald Trump's tariffs under the International Economic Emergency Powers Act.

The trade agency is also expected to soon unveil the findings of another major Section 301 probe into the buildup of excess industrial capacity in 16 trading partners, including China.

The USTR said it would accept public comments on the proposed tariffs and other remedies through 6 July, with a public hearing scheduled for 7 July.

Dr Mohammad Abdur Razzaque, the chairman of Research and Policy Integration for Development - RAPID), told TBS, "It is unfortunate that a matter as universally important as the eradication of forced labour is being addressed through a unilateral trade investigation. This approach of the US appears to establish a new benchmark not grounded in any widely accepted international legal obligation."

Bangladesh has long supported international efforts to eliminate forced labour and remains committed to strengthening labour standards and enforcement, he mentioned.

"However, the present USTR proposal raises important conceptual, legal and practical questions that warrant careful consideration, particularly given its potential implications for developing countries and for the broader rules-based trading system," Razzaque added.

Bangladesh should support the objective but challenge the conceptual basis of the USTR framework, he said, adding, there is an important distinction between prohibiting forced labour itself, which is widely recognised under ILO conventions and domestic legal systems, and imposing a dedicated border measure that bans imports allegedly linked to forced labour. Bangladesh can argue that the latter represents one regulatory instrument among several and that its absence should not automatically be regarded as an unreasonable trade practice.

"Bangladesh should pursue a dual-track diplomatic strategy. On one track, we should work with other affected economies, including developing and advanced countries, to argue for proportionality, recognition of alternative regulatory approaches through international consensus, adequate transition periods, etc.

"On the other track, Bangladesh should maintain close bilateral engagement with Washington and present a credible domestic reform roadmap. Such a roadmap could include legal review, customs enforcement improvements, supply-chain due diligence measures, labour-inspection strengthening, and institutional coordination," Razzaque further said.

Bangladesh needs to project itself as reform-oriented and cooperative while avoiding unnecessary concessions or confrontation, he said.

The Business Standard

04 June 2026

May export earnings dip 7% on demand slowdown and Eid closure

EXPORT – BANGLADESH

TBS REPORT

After a strong rebound in April, Bangladesh's export earnings fell again in May by 7.07% year-on-year, according to Export Promotion Bureau (EPB) data released yesterday. Exporters attribute the fall mainly to factory closures during the extended Eid holidays and a sustained slowdown in global demand.

In value terms, Bangladesh exported goods worth around $4 billion in May, down from $4.73 billion a year earlier. However, exports rose nearly 10% compared to April, indicating a short-term monthly recovery amid a broader slowdown.

Overall, export earnings in the first 11 months (July-May) of the fiscal 2025-26 fell by 2.55% compared to the same period last year. Total exports stood at $43.80 billion, down from $44.95 billion. Of the 11 months, nine recorded negative growth.

The ready-made garment (RMG) sector, which accounts for over 80% of national export earnings, remained the main drag. In May alone, garment exports fell by 8.29%.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Vice President Shehab Uddin Chowdhury told The Business Standard that Eid holidays disrupted production and shipments.

"Factories remained closed for five to six days at the end of May due to Eid, which reduced shipments," he said, adding that global apparel demand remains weak.

Segment-wise data show knitwear performed worse than woven products. Knitwear exports fell 8.29% in May year-on-year, while over July-May they declined 4.26%, compared to a 2.42% drop in woven exports.

Industry stakeholders say the contraction in knitwear – largely basic apparel items – signals weakening global demand for low-value garments, a segment where Bangladesh has traditionally been strong.

Sparrow Group Managing Director Shovon Islam said the trend reflects a structural shift in demand. "A decline in knitwear exports indicates shrinking demand for basic items globally. To stay competitive, Bangladesh needs to move toward higher-value products, including man-made fibre-based garments," he said.

Outside garments, several major export categories also declined in May: frozen and live fish fell 22%, agricultural products 2.19%, leather and leather goods 13%, other footwear products 7%, and paper products 23%.

Some sectors, however, posted growth. These included home textiles (3.67%), specialised textiles (4.91%), jute and jute goods (8.40%), plastic goods (14.15%), and chemical products (11.65%).

Exporters warned the weak trend may continue into June, although business leaders expect a gradual recovery. "We expect exports to pick up from July," said Shehab Uddin Chowdhury.